সংবাদ

তারিখ ... ২৪ MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ ... কলাম ...

১২০ গ্রামে কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই

নানা সংকটে বেহাল রূপগঞ্জের প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

আশিকুর রহমান হান্নান, রূপগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)

রূপগঞ্জে প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমানে করুণ হাল। উপজেলার ২৮০ গ্রামের মধ্যে ১২৩টিতে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ১৫২ গ্রামে স্কুল থাকলেও সেসব স্কুলে লেখাপড়ার মান খারাপ। শিক্ষকরা সময়মতো স্কুলে আসেন না। শিক্ষকরা ক্লাস শেষে ব্যস্ত থাকেন ব্যক্তিগত কাজে। অনেক সময় শিক্ষকের পরিবর্তে অন্য কেউ ক্লাস নেয়। এ উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর চেয়ে প্রাইভেট কিন্ডার গার্টেনগুলোতে পড়ালেখার মান অনেক ভালো। অনেক অভিভাবক তাদের ছেলে-মেয়েকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে কিন্ডার গার্টেন স্কুলে ভর্তি করছে।

রূপগঞ্জের অনেক স্কুলের জীর্ণদশা। অনেক স্কুলে শিক্ষার্থীদের বসার জায়গা নেই। নেই বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা। তাছাড়া শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতার কারণে শিক্ষার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়ে পড়েছে এবং খেলার মাঠ না থাকায় কোমলমতি শিক্ষার্থীরা খেলাধুলাও করতে পারছে না।

রূপগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, এ উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮২টি। বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় ১২টি ও নন-রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র একটি। উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৬টি। [illegible] প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯টি।

সরজমিনে উপজেলার বিভিন্ন স্কুলগুলো ঘুরে দেখা গেছে, অধিকাংশ স্কুলগুলোতে ভবন থাকলেও শিক্ষার্থীদের বসার জন্য স্থান নেই। আবার অনেক স্কুলে ভবন নেই। নেই টয়লেট। রয়েছে বিশুদ্ধ পানির অভাব। নেই খেলার মাঠ। তাছাড়া অনেক স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ শূন্য রয়েছে। গড়ে ২৮৮ ছাত্রছাত্রীর জন্য ৮ শিক্ষক থাকার বিধান থাকলেও বহু বিদ্যালয়েই ২ থেকে ৩ জন শিক্ষক রয়েছে। অথচ তাদের মধ্য থেকেও দেখা গেছে অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা নির্ধারিত সময়ের ২-৩ ঘণ্টা পর বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। অধিকাংশ স্কুল ভবন সুন্দর দোতলা বিল্ডিং হলেও ছাত্রছাত্রী নেই। ঠিকমতো লেখাপড়া হয় না। ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে প্রাইমারি শিক্ষা ব্যবস্থা। কায়েতপাড়া ইউনিয়নের দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি যেন একটি বদ্বীপের মধ্যে। যোগাযোগ ব্যবস্থা এতই খারাপ যে বর্ষা মৌসুমে নৌকা ছাড়া যাতায়াত করা সম্ভব হয় না। ভবন নেই। বিশুদ্ধ পানির অভাব। স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী রাকিব হোসেন বলেন, "আমরা স্কুলে আইয়া ঠিকমতন পানি পাই না। বর্ষাকাল আইলে রুমে পানি পড়ে।" স্কুলের প্রধান শিক্ষক কাজী হাবিবুল্লা বলেন, সমস্যা আছে। অন্তত বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হলে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হতো। ভোলাবো ইউনিয়নের টাংরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, স্কুলে ভবন থাকলেও শিক্ষার্থীদের বসার জায়গা কম। বিশুদ্ধ পানির বড়ই অভাব। তাছাড়া নেই টয়লেট। এ স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী আফসানা বেগম বলেন, "আমাগো অনেক কষ্ট কইরা ক্লাস করি। খাওনের পানি পাই না।" এদিকে উপজেলার বিভিন্ন স্কুলের অনেক শিক্ষক স্কুল চলাকালে স্কুলের পাশে দোকান চালান। আবার অনেক শিক্ষক ব্যস্ত থাকেন টিউশনি, ব্যবসা, রাজনীতি, মাতব্বরি, জমির ব্যবসার দালালি নিয়ে। অনেক শিক্ষক সরকারি চাকরির বিধি লঙ্ঘন করে এনজিও মালিক, দাদন ব্যবসার মহাজন, বেসরকারি চাকরির সঙ্গে জড়িত। উপজেলা শিক্ষা অফিসার নাজমা বেগম এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার লোকজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুর্নীতি ও অনিয়মের খোঁজখবর রাখেন না, এমন অভিযোগের অন্ত নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেক শিক্ষক এ প্রতিনিধিকে জানান, বহুসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী এলাকার বাসিন্দা। ফলে ঘর-গৃহস্থালি ও ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশোনা করে বিদ্যালয়ে পৌঁছতে সবসময় দেরি হয়ে যায়। যে কারণেও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে শিশুদের পাঠদান কার্যক্রম। অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি আল আমিন দুলাল ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিমসহ অন্য নেতাদের মাসের বেশির ভাগ সময় কাটান বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত জটিলতা শিক্ষকদের সমস্যা নিয়ে।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসার নাজমা বেগম বলেন, আমাদের কিছু বিদ্যালয়ে সমস্যা রয়েছে। যা আমরা পর্যায়ক্রমে স্থানীয়ভাবে সমাধানের চেষ্টা করছি। যদি না হয় তাহলে সরকারিভাবে সহযোগিতা চাইব।